ইবনে সীনা
সৈয়দ আবদুস সুলতান

ইবনে সীনা

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইবনে সীনার সহস্রতম জন্মবার্ষিকী
উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

সৈয়দ আবদুস সুলতান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী

www.pathagar.com

ইবনে সীনা : সংক্ষিপ্ত জীবনী

সৈয়দ আবদুস সুলতান

ইসাকেরা প্রকাশনা ৫৬
ইফা প্রকাশনা ৯০০

প্রকাশক :

মাসুদ আলী
পরিচালক, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে

প্রকাশ :

জুন ১৯৮১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮, রজব ১৪০১

প্রচ্ছদ : আবদুর রোউফ সরকার

মুদ্রক :
আধুনিক প্রেস
২৫, শ্রীশ দাস লেন
বাংলাবাজার ঢাকা-১

মূল্য : ৩·০০

IBN SINAH (The life sketch of Ibn Sinah) written by Syed Abdus Sultan in Bengali and Published by Islamic Cultural Centre Rajshahi Division on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh.
Price : Taka Three Only.

www.pathagar.com

প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে আজও নিজ কীর্তি এবং কর্ম সাধনার জন্য ইবনে সীনা বিশ্বের প্রতিটি জ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। জ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তিনি মুসলমানদের জন্য এ এক গৌরব।

ইবনে সীনার উপর এই পুস্তিকাটি বড়দের জন্য রচিত হলেও সুসাহিত্যিক সৈয়দ আব্দুস সুলতানের ভাষা মাধুর্যতার জন্য পুস্তিকাটি আগ্রহী যুব-কিশোরদের জন্য একটি সুখ পাঠ্য বই বলে আমরা মনে করি।

সকলের মনে বিশেষ করে আমাদের যুব-কিশোরদের মধ্যে ইবনে সীনার জ্ঞান-সাধনা ও আদর্শ উজ্জিবিত হয়ে উঠুক এই কামনা নিয়ে বইটি প্রকাশিত হলো।

প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে জন্মভূমি বল্‌খ্‌ ত্যাগ করিয়া এক যুবক জীবিকার অন্বেষণে বোখারা অভিমুখে যাইতেছিলেন। নাম তাঁর আবদুল্লাহ্‌।

সে দিনের সে পথচারী যুবক প্রতি পদক্ষেপে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কথাই ভাবিতেছিলেন। তাঁর কাংখিত কর্মক্ষেত্র বোখারার শত রঙিন ছবি তাঁর মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। জীবনের উত্থান পতনের আশা ও আশংকা তাঁর হৃদয়কে করিয়া তুলিতেছিল ভারাক্রান্ত।

বোখারার বাদশাহ্‌ নূহ্‌ বিন্‌ মনসুর উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক আবদুল্লার বিদ্যা ও বুদ্ধির যোগ্য সমাদর করিলেন। তাঁকে তিনি আপনার সম্মানিত দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন।

বোখারার অদূরে আফশানা গ্রাম। অল্পদিন পরই সেখানকার সেতারা নাম্নী এক যুবতীকে আবদুল্লাহ সাদী করিলেন। এই পরম ভাগ্যবতী মহিলার কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ইহাদের সকলের বড় আবু আলী। পরবর্তীকালে এই বালকই বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম অসাধারণ প্রতিভা আবু আলী আল্‌ হোসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সীনা অথবা বু-আলী সীনা বা শুধু ইব্‌নে সীনা বা আবুসীনা (latin Avicenna from Hebrew Aven Sina) বলিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

www.pathagar.com

পুত্র বু-আলীর জন্মের পর মাতা ও পুত্র আফ্‌শানাতেই বাস করিতেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের কিছুদিন পরই দূরদর্শী পিতামাতা পুত্রদিগকে লইয়া বোখারায় আসিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার জন্যে যোগ্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পুত্রদের মধ্যে বু-আলী লেখাপড়ায় প্রথম হইতেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। তাহার সমগ্র ছাত্রজীবনের কাহিনী রূপকথার মত চমৎকার। সামান্য দেড় বছরে কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়া ও দশ বছরে প্রাচীন আরবী কেতাব সমূহ খতম করিয়া ফেলিয়া সে সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। তাহাছাড়া, সব সময়েই যত সব জটিল বিষয়ের এত সূক্ষ্ম গবেষণাও সহজ এবং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা সে করিতে পারিত যে পিতা ও শিক্ষক এই বালকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁহাদের চোখে ভাসিয়া উঠিত। পিতা বলিতেন আল্লাহ্, তুমি একে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দিয়ো। ওস্তাদ বলিতেন, আমার সাগ্‌রেদ, খোদা, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করো।

বু-আলীর পিতা আবদুল্লাহ্ ইসমায়েলী শাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। ইসমায়েলী শাস্ত্রের প্রচারকগণ অতিথিরূপে মাঝে মাঝে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা বালক বু-আলীকে ইসমায়েলী শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং পিতা আবদুল্লাহ্ এ বিষয়ে পুত্রকে উৎসাহিত করিতেন। বু-আলী নিবিষ্ট মনে তাঁহাদের আলোচনা শুনিত কিন্তু তাহাদের যুক্তি ও মতামত তাহার মনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। অবশেষে সে স্পষ্টভাবেই তাঁহাদের যুক্তি ও মত প্রত্যাখ্যান করিল। সামান্য বালকের মতের স্বাধীনতা দেখিয়া জ্ঞানীরা নীরব হইয়া গেলেন।

পুত্রের জন্যে আবদুল্লাহ্ ওস্তাদ খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু যোগ্য ওস্তাদ মিলিতেছিল না। এক মেওয়াওয়ালা ছিলেন। ভারতীয় গণিত শাস্ত্রে তাঁহার দখল আছে বলিয়া আবদুল্লার জানা ছিল। অগত্যা কিছুদিনের জন্যে তিনি বু-আলীকে তাঁহার নিকট যাইয়া গণিত শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মেওয়াওয়ালা মেওয়া বিক্রয় করিতেন। নিজের এলেম

www.pathagar.com

কাহাকেও দান করিবার সুযোগ তাঁহার তেমন বড় একটা মিলিত না। বু-আলীর মত মেধাবী সাগ্‌রেদ পাইয়া তিনি তাই পরম আনন্দে তাহাকে গণিত শিখাইতে বসিয়া গেলেন। মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই বু-আলী এই ওস্তাদের নিকট হইতে যাহা শিখিবার তাহা শিখিয়া ফেলিল। তখন পর্যন্তও পিতা পুত্রের জন্যে যোগ্য ওস্তাদের সন্ধান পান নাই। তাই মেওয়াওয়ালার নিকট হইতে আনিয়া আবার বু-আলীকে তিনি ইসমাইল জাহেদের নিকট ফিকাহ্‌ অধ্যয়ন করিতে দিলেন। বু-আলী তাহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সাথে অল্প সময় মধ্যে সেখানের শিক্ষাও আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে উপযুক্ত ওস্তাদ মিলিয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে তৎকালীন দার্শনিক পন্ডিত আল্‌-না'তেলী বোখারায় আসিলেন। পুত্রকে যোগ্য ওস্তাদের হাতে অর্পণ করার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ্‌ না'তেলীকে নিজগৃহে স্থান দান করিলেন। মহাপন্ডিত ওস্তাদের পদপ্রান্তে বসিয়া পরম উৎসাহ সহকারে বু-আলী নূতন করিয়া ফিকাহ্‌, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সবক লইলেন। এই সকল বিষয়ের জটিল সমস্যাগুলির মীমাংসার ব্যাপারে সাগ্‌রেদের তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ও প্রখর বিচারবুদ্ধি দেখিয়া ওস্তাদ না'তেলী তাজ্জব হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোনো কোনা সওয়ালের জওয়াব দিতে না'তেলী দারুণভাবে নিজের দৈন্য অনুভব করিতেন। তাঁহার জওয়াব, বিচার ও মীমাংসার মৌলিকত্ব দেখিয়া কোন কোন সময় তিনি আবদুল্লাকে ডাকিয়া বলিতেন, "আপনার ছেলে একদিন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হবে। দেখবেন, ওর পড়াশোনায় কোনো ব্যাঘাত যেন না জন্মে।"

অল্পদিনেই ওস্তাদ না'তেলী বুঝিতে পারিলেন প্রতিভাশালী সাগরেদকে বেশীদিন শিক্ষা দেওয়ার মতো এলেম তাঁহার ভান্ডারে নাই। সাগরেদ তাহা বুঝিতে পারিয়া অধ্যয়নের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব নিজের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিল। আত্মচরিতে এই সময়ের কথা বর্ণনা করিয়া বু-আলী লিখিয়াছিলেন, "যে কোন সমস্যার সমাধান ওস্তাদ যে রূপ করতেন আমি তারচেয়ে ভাল ভাবে করতে পারতাম। তাঁর নিকট 'জওয়াহেরে মনতেক' নামক কেতাবখানা পড়ে খতম করার পর বুঝলাম আমাকে শেখাবার মতো তেমন কিছু নতুন আর তাঁর কাছে নেই। তখন কেতাবগুলি আর একবার পড়তে শুরু করলাম। ফলে সকল বিষয়ে আমি বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলাম। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম কয়েকটি সম্পাদ্যের সমাধানে ওস্তাদের সাহায্য নিয়ে বাকি

www.pathagar.com

সবকটিরই সমাধান আমি একাই করলাম। টলেমির 'আল্ ম্যাজেস্টি' কেতাবখানি শুরু করে যখন জটিল সমস্যাদির সম্মুখীন হলাম তখন ওস্তাদ বললেন, 'তুমি নিজে সমাধান করতে চেষ্টা করো। যা ফল দাঁড়ায় এনে আমাকে দেখাও। আমি বিচার করে রায় দেবো'।

একে একে সবগুলি সমস্যারই আমি মীমাংসা করলাম এবং ওস্তাদের সম্মুখে হাযির করলাম। ওস্তাদ দেখে-শুনে বললেন, 'ঠিক হয়েছে, সব কটিই নির্ভুল সমাধান হয়েছে।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম এই ব্যাপারে ওস্তাদ আমার নিকট থেকে কিছু কিছু নতুন তথ্য শিখে নিলেন।"

প্রয়োজন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া না'তেলী অল্প দিন পর বোখারা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বু-আলী এইবার আপনি আপনার ওস্তাদ সাজিলেন। মুক্ত আবহাওয়া পাইয়া তিনি স্বাধীনভাবে বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডারের যাবতীয় মণিমুক্তা আহরণে তৎপর হইলেন। গভীর অভি-নিবেশ সহকারে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ও খোদাতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করিলেন। প্রতিদিনের প্রভাতের আলোর আগমনের সাথে সাথে এই তরুণ শিক্ষার্থীর সম্মুখে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক একটি দরজা উন্মুক্ত হইতে লাগিল। শুধু খোদাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মিল না। অ্যারিস্টটল-এর সমগ্র দর্শন তাঁহার মুখস্থ হইয়া গেল তবে তিনি তাহার ধর্ম উদ্ধার করিতে অসমর্থ রহিয়া গেলেন। এই সময় বু-আলীর বয়স সতর বৎসর।

অধ্যয়নের জন্যে আর নূতন কেতাব মিলিল না বলিয়া বু-আলী পুরাতন কেতাবগুলির কোন কোনটা দোহ্রাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সাথে সাথে দুই একটি করিয়া জটিল রোগের চিকিৎসাও শুরু করিয়া দিলেন। সামান্য কিছু দিনেই হেকীম হিসাবে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। দেশ-বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা আসিয়া তাঁহার চারিদিকে ভীড় করিল। তরুণ বু-আলী ওস্তাদের আসনে বসিয়া তাঁহাদিগকে তালিম দিতে লাগিলেন।

দেশের মধ্যে ও দেশের বাহিরে জনসাধারণের কাছে বু-আলীর নাম ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু দেশের প্রবীন ও অভিজ্ঞ হেকীমদের অনেকের নিকট তিনি অপ্রিয় হইলেন। একদিকে সতর বৎসরের বু-আলীর

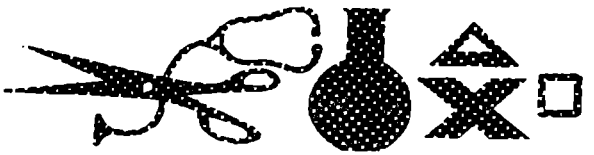

www.pathagar.com

জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া তাঁহারা তাজ্জব হইয়া গেলেন, অপর দিকে হিংসার আগুনে অন্তর তাঁহাদের জ্বলিতে লাগিল। তাঁহারা মুচকি হাসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কোথা হতে এসে সতর বছরের অর্বাচীন বালক হেকিমী শুরু করে দিল। এমন তো আর কোনো দিন দেখিও নি, শুনিও নি।

কিন্তু প্রতিভা চিরদিনই আপনার পথ আপনি রচনা করিয়া চলে। সময় ও সুযোগের অভাবে প্রতিভার স্ফুরণ হইতে দেরী হইতে পারে, কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া তাহার বিকাশের পথে সত্যিকার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে তৎকালীন সকল হেকীমদের উপর বু-আলীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়া গেল। ঈর্ষাপরায়ণ প্রবীণদের মাথা তখন আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল।

বোখারার বাদশাহ্ নূহ বিন মনসুর এই সময় এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। দেশ-বিদেশের মশহুর হেকীমদের ডাকা হইল। তাঁহারা সবাই চিকিৎসা করিলেন কিন্তু বাদশা নিরাময় হইলেন না। অবশেষে কেহ কেহ বলিল, "বু-আলী সীনা নামে এক তরুণ হেকীম চিকিৎসা শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছেন। অল্পদিন হল তিনি চিকিৎসা শুরু করেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই চারদিকে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েছে।"

সাথে সাথে শাহী দরবারে বু-আলীর ডাক পড়িল। বাদশাহী ফরমান পাইয়া বু-আলী দরবারে হাযির হইলেন। বাদশাকে পরীক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার চিকিৎসায় হাত দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাদশাহ নিরাময় হইয়া উঠিলেন।

এই ঘটনার পর লোকমুখে তরুণ হেকীমের যশোগান আর ধরে না। এদিকে শাহী দরবারেও তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। রোগমুক্ত হইয়া বাদশাহ একদিন তাঁহার প্রিয় হেকীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিভাবে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারি?" বু-আলী ইচ্ছা করিলেই এই সময় বাদশার নিকট হইতে উচ্চ রাজপদ, ভূ-সম্পত্তি, সম্মানসূচক কোনো উপাধি বা মূল্যবান হীরা-জহরত্ উপঢৌকন চাহিতে ও লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সমগ্র শাহী দরবারকে চমৎকৃত করিয়া তিনি কহিলেন, "জাহাঁপনা, আমি শাহী কুতুবখানাতে প্রবেশ করে পড়াশুনার অনুমতি প্রার্থনা করি।" দীপ্তমুখে বাদশাহ্ কহিলেন, "আজ থেকে শাহী কুতুবখানার দরজা আপনার জন্যে সর্বক্ষণ উন্মুক্ত থাকবে।"

www.pathagar.com

বাদশাহী ফরমানে বু-আলীর জন্যে শাহী কুতুবখানার দরজা উন্মুক্ত হইয়া গেল। বু-আলী সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন জ্ঞানের মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরতের ছড়াছড়ি। দেখিলেন, প্রাচীন কাল হইতে শুরু করিয়া সেই সময় পর্যন্ত মানুষের হাতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে সেই সকলের অপূর্ব সমাবেশ সেখানে। আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন, "এমন সব কেতাব এখানে আমি পেলাম আগে যার নামও কোনদিন শুনিনি। এবং পরেও কোন দিন আর কোথাও সে-সব কেতাব দেখতে পাইনি।"

জ্ঞানের সাধনার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইয়া বু-আলী প্রথমে পুলকিত হইলেন। অতঃপর প্রাচীন ও পরবর্তী গ্রন্থকারদের নাম ও তাঁহাদের কেতাবের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। জ্ঞানের সাধনায় এমনভাবে মগ্ন হইয়া গেলেন যে তিনি আহার নিদ্রার কথা একরূপ ভুলিয়াই গেলেন। বু-আলীর নিজের কথায় :

"এই সময় কি রাতে কি দিনে আমি নামেমাত্র ঘুমাতাম। কোন প্রকার বিশ্রাম উপভোগ করতাম না। একমাত্র জ্ঞানের অন্বেষণ ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে আমার মন ধাবিত হত না। কোন কোন সময় এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হতাম যে তার সমাধান অসম্ভব বলে মনে হত। তখন মস্‌জিদে যেতাম, নামায পড়তাম এবং দু'হাত তুলে খোদার দরগায় সাহায্য প্রার্থনা করতাম। কখনও সেজদায় পড়ে থাকতাম, অশ্রুপাত করতাম আর বলতাম, খোদা, জ্ঞানের দরজা তুমি আমার জন্যে

www.pathagar.com

উন্মুক্ত করে দাও। সকল কঠিন সমস্যাকে আমার জন্যে তুমি সহজ করে তোল, প্রভো! তারপর গৃহে ফিরে আবার পড়তে শুরু করতাম। পড়তে পড়তে যখন নিদ্রা ও ক্লান্তি আমাকে পরাভূত করতে চাইত তখন সামান্য মাত্রায় আঙুরের রস পান করতাম। তাতে জ্ঞান ও শক্তি ফিরে আসত এবং আমি পুনঃ পড়তে শুরু করতাম। কোন সময় এমন হত যে পড়তে পড়তে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তাম আর অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি আমার মনের উপর ভাসতে থাকত। এমন অবস্থায় কখনো হঠাৎ আমার মনের সামনের পর্দাটা উঠে যেত এবং জ্ঞানের রহস্যপুরী আমার জন্যে অবারিত দ্বার মনে হত। জেগে উঠে দেখতাম জটিল সমস্যার সহজ সমাধান আমি পেয়ে গেছি। নতুন উৎসাহে তখন আবার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতাম।'

এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বড়ই সুন্দর ও কৌতূহলপূর্ণ। খোদাতত্ত্ব বিষয়ে পড়িতে শুরু করিয়া বু-আলী 'মা-বা-আদত্ তাবা আ' নামক কেতাবখানা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত চল্লিশ বার পড়িলেন কিন্তু কিছুমাত্র অর্থ উদ্ধার করিতে পারিলেন না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে পর্যন্ত তিনি কিছু আঁচ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ পড়ার ফলে গোটা কেতাবটাই তাঁহার মুখস্থ হইয়া গেল কিন্তু তবু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত থাকিয়া গেল দেখিয়া তিনি নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইলেন। নিরাশা ও ক্রোধে তিনি কেতাবখানা ছুঁড়িয়া মারিলেন ও বলিলেন, 'এটা বুঝবার মত কেতাবই নয়।' কিন্তু ঘটনার এইখানেই ইতি হইল না। বাজার হইতে ফিরিবার সময় একদিন দেখিলেন এক কেতাব বিক্রেতা বড় বড় নাম হাঁকিয়া কেতাব বিক্রয় করিতেছে। কৌতূহলপরবশ হইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতেই কেতাব-ওয়ালা তাঁহার দিকে একখানা কেতাব তুলিয়া ধরিল। বু-আলী যেইমাত্র শুনিলেন যে কেতাবখানা খোদাতত্ত্ব বিষয়ক, তখনই তিনি হাত ফিরাইয়া লইলেন ও কহিলেন—'ওসব আমি বুঝি না। এ কেতাবের আমার প্রয়োজন নেই।' কিন্তু দোকানদার নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, হুযুর। লেখক বড় গরীব, আর কেতাবটির দামও খুব কম, একখানি নিন্।' তার পীড়াপীড়িতে বু-আলী অগত্যা একখানা কেতাব লইলেন। কেতাবখানা ছিল 'আগরাজে মা-বা আদাত্ তাবাআ' অর্থাৎ চল্লিশবার পড়িয়াও যে 'মা-বা-আদত্ তাবাআ' তিনি বুঝিতে পারেন নাই তাহারই ব্যাখ্যা। লেখক আবু নসর ফারাবী। নাম দেখিয়া বু-আলী কৌতূহল ও আনন্দে শীঘ্র বাড়ি চলিয়া আসিলেন এবং নবীন আশা ও উৎসাহ

www.pathagar.com

লইয়া কেতাবটি পড়িতে শুরু করিলেন। একাগ্রভাবে যখন তিনি কেতাবখানা খতম করিয়াছেন তখন খুশীতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মা-বা-আদাত্ তাবা-আ'র সকল কথা এইবার তাঁহার কাছে পানির মত সহজ মনে হইল। খোদাতত্ত্ব বিষয়ক অনেক জটিল রহস্যের দরজা তাঁহার জন্যে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তাঁহার যে সত্যান্বেষী মন আঁধারে হাতড়াইয়া মরিতেছিল, এইবার সে নির্ভুল পথের সন্ধান পাইল। আনন্দের অশ্রুতে তাঁহার দু'টি চক্ষু ভরিয়া উঠিল। তিনি মিসকিন-দিগকে ডাকাইয়া তাহাদের মধ্যে অর্থ ও খাবার বিতরণ করিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার শোক্‌রিয়া আদায় করিলেন।

গভীর মনোনিবেশ, অসাধারণ অধ্যবসায়, সুতীব্র মেধা ও একাগ্রতার বলে বু-আলী মাত্র দেড় বৎসরে অত বড় শাহী কুতুবখানার যাবতীয় কেতাব পড়িয়া শেষ করিলেন। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি, ন্যায়, চিকিৎসা ও খোদাতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর প্রাচীন ও আধুনিক যত কেতাব ছিল তাহাদের সকলগুলির সাথেই তিনি নিজেকে উত্তমরূপে পরিচিত করিলেন। তাঁহার সময় পর্যন্ত মানুষের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছিল তাহার কিছুই আর তাঁহার নিকট অজ্ঞাত থাকিল না। বু-আলীর নিজের কথায়, 'এই সময় বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে ন্যায়, চিকিৎসা ও খোদাতত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ছিল। বাকী জীবনে ঐ সব বিষয়ে আর নতুন ক'রে কিছু শিখিনি।'

চারিদিকে বু-আলীর জ্ঞান ও যোগ্যতার কথা প্রচারিত হইয়া গেল। দেশ-দেশান্তর হইতে কত লোক তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল। কেহ আসিল দর্শন বুঝিতে, কেহ আসিল হেকিমী শিখিতে, কেহ আসিল তাঁহার সাথে পরিচিত হইতে, আবার কেহ আসিল তাঁহাকে নিজ দেশে লইয়া যাইতে। বিভিন্ন বাদশাহ্ ও আমীরদের তরফ হইতে দাওয়াত আসিল তাঁহাদের দরবারে গমন করিবার জন্যে। এই সময় বু-আলীর বয়স মাত্র উনিশ বছর। কিন্তু এই বয়সেই তিনি লোকমুখে 'শেখ' বা জ্ঞানী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

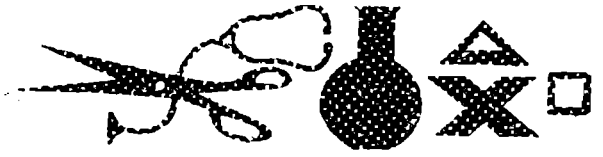

www.pathagar.com

ঊনিশ বছর বয়সে ছাত্র জীবন মোটামুটি সমাপ্ত করিয়া বু-আলী দুই বছর বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই বিশ্রাম আবার সাধারণ বিশ্রাম নয়। তিনি গৃহে বসিয়া এই দুই বছর অর্জিত জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া চিন্তা ও গবেষণা করিলেন।

একুশ বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম গ্রন্থকাররূপে দেখা দিলেন। আবুল হোসেন ফারুকী নামে তাঁহার এক প্রতিবেশীর অনুরোধে তিনি 'আল্‌মজমু' নামে একখানি কেতাব রচনা করিলেন। এই কেতাবে তিনি আত্মাতত্ত্ব ছাড়া আর সকল বিষয় সন্নিবেশিত করিলেন। অপর এক প্রতিবেশী তাঁহার নাম আবুবকর বরকী, বাড়ী খাওয়ারিজ্‌ম-এ। ফেকাতে ও তফসীরে তিনি অসাধারণ জ্ঞান রাখিতেন। বুদ্ধি ও গবেষণার সাহায্যে নূতন নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তিনি আবদার করিলেন, বু-আলী যেন দর্শন বিষয়ে তাঁহাকে একখানি বোধিকা লিখিয়া দেন। বন্ধুর জন্যে তিনি 'আল হাসেল ওয়াল মাহসুল' নামে একখানি কেতাব লিখিয়া ফেলিলেন। এই কেতাবখানি শেখ বিশ খন্ডে সমাপ্ত করিলেন। মানব চরিত্র বিষয়ে 'আল্‌-খের্‌রে ওয়াল এস্‌মে' (পাপ ও পুণ্য) নামে আর একটা কেতাবও এই সাথে রচনা করিয়া তিনি আবুবকরকে দান করিলেন।

www.pathagar.com

মহাজ্ঞানী দোস্তের রচিত এই দুইখানি বই আবুবকর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ একদিনের জন্যে তাঁহার নিকট হইতে ধার করিয়াও একখানি বই পড়িবার সুযোগ পায় নাই। ফলে শেষ পর্যন্ত বই দুইখানির আর কোন সন্ধান মিলে নাই।

এই সময় বু-আলীর পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তিনি কিছু দিনের জন্যে ওয়ালেদের দেওয়ানী কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই স্বল্প পরিসর কর্মজীবনের এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই যাহা অন্যদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে।

কিছুদিন পর বু-আলী বোখারা হইতে পরগঞ্জ গেলেন। মামুন বিন্ মামুন তখন খাওয়ারিজম-এর শাহ্। তাঁহার জ্ঞানী ও গুণগ্রাহী উজীর আবুল হোসায়েন সুহায়লীর পৃষ্ঠপোষকতায় আবু আলী শাহী দরবারে যোগ্য সমাদর লাভ করিলেন। সমসাময়িক আরো অনেক জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও কবি এই সময় খাওয়ারিজম্-এর শাহী দরবারের রওনক বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তাঁহারা ছিলেন—দার্শনিক আবু সহল মাসিহী, হেকিম আবুল হাসান খাম্মার, গণিতজ্ঞ আবু নসর আরর ফ ও জ্যোতির্বিদ আল্বেরুনী। তাঁহদের সাথে মিলিয়া আবু-আলী জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়া বেশ শান্তি-সুখেই দিন কাটাইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার ভাগ্যাকাশে আবার কালো মেঘ দেখা দিল। সুলতান মাহমুদ এই সময় গজনীতে রাজত্ব করিতেছিলন। তাঁহার প্রতাপে পার্শ্ববর্তী সকল রাজ্যেই একটা ত্রাসের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নানা স্থান হইতে কৌশলে বা বলে হইলেও জ্ঞানী ও গুণীদের আনিয়া তিনি নিজের দরবারের গৌরব বর্ধন করিতেছিলেন। ১০১৭ খৃস্টাব্দে খাওয়ারিজ্ম দখল করার কিছু দিন পূর্বে মাহমুদ আমীর মামুনকে লিখিয়া পাঠাইলেন :

শুনলাম, খাওয়ারিজ্ম্ শাহের খেদমতে বেশ কয়েকজন জ্ঞানীলোক আছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এঁদের যেন শিগ্গিরই আমার দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গজনীর দরবারে এঁরা সবই যোগ্য আসন লাভ করবেন। জ্ঞানী-গুণীদের অবদানে যেন আমরা লাভবান হতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাওয়ারিজ্ম্-এর আমীর আশা করি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।

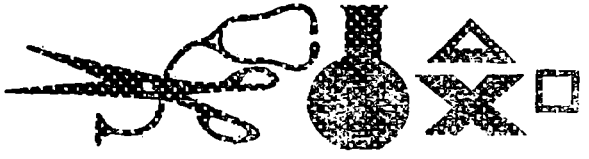

www.pathagar.com

অনুরোধ যে হুকুম খাওয়ারিজ্‌ম্‌ এর শাহ তাহা বুঝিলেন। তাঁর দরবারের গৌরব জ্ঞানীদের ডাকিয়া তিনি বলিলেন ঃ

'সুলতান মাহমুদ অসীম প্রতাপশালী। খোরাসান ও হিন্দুস্তান হইতে তিনি বহু সৈন্য আনিয়া নিজ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। হয়ত খাওয়ারিজ্‌ম্‌-এর উপর তাঁহার নযর পড়িয়াছে। তাঁর ফরমানকে অবহেলা করার সাহস আমার নাই। আপনারা কি বলিবেন, জানি না।'

আল বেরুনী, খাম্‌মার ও আররাফ্‌ পূর্ব হইতেই মাহমুদের বদান্যতার কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা যাওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আবু আলী ও মাসিহি গজনীতে না যাওয়া স্থির করিয়া কতকটা মামুনের জ্ঞাতসারেই গা ঢাকা দিলেন। রাস্তায় প্রবল ধূলি ঝড়ে মাসিহির মৃত্যু হইল। আবু আলী বহু দুর্ভোগের পর আবিওয়ার্দ পৌঁছিলেন। তথা হইতে তিনি তুস্‌ ও নিশাপুর হইয়া পুরগান উপস্থিত হইলেন। পুরগান এই সময় পরম জ্ঞানী ও গুণী কাবুস্‌ বিন্‌ ওয়াসমগীর শামসুল মা'আলীর অধীনে ছিল। মাহমুদ কিন্তু খাওয়ারিজ্‌ম্‌ হইতে বিশেষ করিয়া আবু আলীকে পাওয়ার জন্যই বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। কারণ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, হেকিম ও দার্শনিক বলিয়া আবু আলীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আবু আলীর গা ঢাকা দেওয়ার কথা শুনিয়া তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাঁহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে অধীনস্থ ও পার্শ্ববর্তী সকল রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে তিনি আবু আলীর ছবি প্রেরণ করিলেন। কাবুস্‌ দেখিলেন তাঁহার দরবারে অনুগ্রহ প্রার্থী অতিথি আবু আলী ও মাহমুদের ছবির আবু আলী একই ব্যক্তি। কিন্তু কাবুসের অন্তরে মাহমুদের আক্রমণের ভয়ের তুলনায় জ্ঞান ও জ্ঞানীর জন্যে শ্রদ্ধা ছিল অনেক বেশী। আবু আলীকে তাই তিনি পরম সমাদরে নিজ দরবারে স্থান দিলেন।

স্বল্পকাল পর কাবুস্‌ বিন ওয়াশ্‌মগীরের সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে দুর্গমধ্যে বন্দী করিলে শেখ পুনরায় প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইলেন। পুরগান ত্যাগ করিয়া কিছু দিন তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে স্থান হইতে স্থানান্তরে ও শহর হইতে শহরে গমন করিলেন। এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল এবং তিনি শক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। নিজের এই বিপন্ন অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া শেখ এই সময় একটি বেদনার কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার একটি স্তবক এইরূপ ছিল ঃ

www.pathagar.com

আমি যখন যোগ্যতায় বড় হইলাম
তখন দুনিয়া আমার জন্যে সংকীর্ণ হইল;
আমার যখন মূল্য বৃদ্ধি পাইল
বাজারে তখন খরিদ্দার মিলিল না।

অসুস্থ হইয়া শেখ নিরুদ্দেশ্য সফর ত্যাগ করিলেন ও পুরগনে ফিরিয়া আসিলেন। পুরগনের বাবু মোহাম্মদ সিরাজী দর্শন পড়িতে ভালবাসিতেন। শেখের প্রত্যাবর্তনকে তিনি নিজের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ ভাবিয়া তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিজ মহল্লার মধ্যে তিনি শেখের জন্যে একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। সিরাজী শেখের নিকট দর্শন অধ্যয়ন শুরু করিলে আবু ও'বীদও আসিয়া রোজ মোজাস্‌সাত পড়িতে লাগিলেন। আবু ও'বীদের জন্যে শেখ আল্‌-মোঘ্‌তাসারুল মোজাস্‌সাত নামে একখানি ন্যায়শাস্ত্র বোধিকা এবং সিরাজীর জন্যে আল্‌-মুবাদা-উল-মা'আদ ও আল আরসাদুল কুলিয়া নামে দুইখানি কেতাব রচনা করিলেন। পুরগানে বসিয়া তিনি আউয়াল কানুন মোসতাসারুদ মোজাস্‌সাত এবং আরো কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিলেন।

কিছু দিন পর শেখ খুরশান হইতে রায় প্রদেশে গমন করিলেন। সেখানকার বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্তা মোজাদেদ্‌দৌলা ও তাঁহার বিদুষী ওয়ালেদা মালেকা সুলতানা শেখকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময় মোজাদেদ্‌দৌলা এক শক্ত রোগে আক্রান্ত হইলে শেখের চিকিৎসায় নিরাময় হইলেন। ইহাতে শাহী দরবারে শেখের মর্দাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইল। অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া শেখ আবার কেতাব রচনায় হাত দিলেন এবং তাঁহার অমর গ্রন্থ 'আল মা-আদ' রচনা করিলেন।

কিন্তু বেশী দিন না যাইতেই শেখ দুঃখের সাথে লক্ষ্য করিলেন যে, মোজাদেদ্‌দৌলার সরকারের আবহাওয়া তাঁহার প্রতিকূলে মোড় লইতেছে। সেই অশান্তিময় পরিবেশে নিজের সাধনা সম্ভব নয় মনে করিয়া তিনি হামাদানের আমীর শামসুদ্‌দৌলার দরবারে তক্‌দীর

www.pathagar.com

পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। রায় ত্যাগ করিয়া প্রথমে তিনি কাজতিন গেলেন। পরে সেখান হইতে হামাদানে গিয়া পেঁাছিলেন।

হামাদানে পেঁাছিয়া শেখ শাহী দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় আমীর শামসুদ্দৌলার এক শক্ত মানসিক বিকৃতি দেখা দিল। অনেক বড় বড় হেকীম এলাজ করিলেন, কোন ফল হইল না। নবাগত আলেম ও হেকীম বু-আলীর কথা ইতিমধ্যে হামাদানে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই আগন্তুকেরই ডাক পড়িল। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত গভীর অভিনিবেশের সাথে শেখ তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। ফলে আমীর শিগগিরই নিরাময় হইলেন। পুরস্কারস্বরূপ মহানুভব বাদশার তরফ হইতে আসিল শেখের জন্যে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রকম-বেরকমের আরো অনেক উপঢৌকন। শেখের জ্ঞানের গভীরতা ও অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিতে বাদশাহ তাঁহাকে নিজের ঘনিষ্ঠ সহচরগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

অল্পকাল পর এক যুদ্ধ উপলক্ষে বাদশাহ যখন রাজ্যের বাহিরে গেলেন তখন এক দায়িত্বপূর্ণ পদ দান করিয়া শেখকে তিনি সঙ্গে লইলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া আবার শেখকে তিনি নিজের উজীরের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সর্বোচ্চ সম্মান দান করিলেন।

শেখ পরম যোগ্যতার সাথে উজারতের কার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মানুষের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কচিৎ দেখা যায়। দরবারস্থ আমীর-ওমরাহদের অনেকেই শেখের উন্নতি ও প্রতিপত্তিতে কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সেনাদলকে শেখের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিলেন। সৈন্যরা নানা অজুহাতে শেখের দোষ ত্রুটি লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন শুরু করিয়া দিল। আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া শেষ পর্যন্ত একদিন তাহারা শেখের আবাসগৃহ ঘেরাও করিয়া ফেলিল ও বাদশার কাছে দাবী জানাইল শেখকে যেন দেওয়া হয়। যাহার চিকিৎসাতে বাদশাহ স্বয়ং দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধির হাত হইতে নিরাময় হইয়াছেন, যাঁহার উজারত রাজ্যের শাসনকার্যকে উত্তরোত্তর সুন্দর ও উন্নত করিয়া তুলিতেছে, যাঁহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শাহী দরবারের ইজ্জত ও রওনক বৃদ্ধি করিয়াছে তাঁহাকে কতল করার দাবীতে বাদশাহ কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অন্যদিকে বিবেচনাহীন বিদ্রোহী সেনাদলের দাবী অগ্রাহ্য করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত শেখকে উজারত হইতে নিষ্কৃতি করিয়া তিনি কোনপ্রকারে উভয়কূল রক্ষা করিলেন।

কিন্তু উজারত চলিয়া গেলেও দুশমনের ভয় দূর হইল না। সাথে সাথে দুশমনরা নিরীহ শেখকে খুঁজিতে লাগিল। প্রাণের ভয়ে শেখ চল্লিশ দিন পর্যন্ত বন্ধু শেখ আবি সাইয়েদীনের ঘরে লুকাইয়া থাকিলেন। একান্ত অনিশ্চয়তার মাঝে শেখের দিনগুলি কোনরূপে কাটিয়া যাইতেছিল। কি করিলে, কোথায় গেলে নিরাপদে জীবিকার সংস্থান হইবে তাহা শেখ ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। ঠিক এমনি সময় আমীর শামস্‌উদদৌলা দ্বিতীয় বার পুরাতন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তখন বাদশাহী ফরমানে আবার শেখকে সম্মান করিয়া আনা হইল। এই সময়ের মধ্যে শেখের মতলববাজ দুশমনদের অনেকের মনে তাঁর প্রতি পরিবর্তন আসিয়াছিল। আমীরের অসুস্থতার দরুন শেষ পর্যন্ত গোটা পরিস্থিতিটাই পরিবর্তিত হইয়া গেল। শেখের চিকিৎসায় আমীর আবার নিরাময় হইলেন। আবহাওয়ার মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমীর তাঁহার প্রিয় শেখকে আবার উজীরের মসনদে বসাইলেন।

এই সময় আবু ওবিদ শেখকে ধরিয়া বসিলেন অ্যারিস্টটল-এর দর্শনের একটি সহজ পাঠ লিখিয়া দেওয়ার জন্যে। শেখ বলিলেন, তাঁহার সময় নাই। তবে নিজের পছন্দমত উন্নত ধরনের কোন কেতাব লিখিয়া দিলে যদি ওবিদের চলে তাহা তিনি পারেন। শেখ তখন আশ্‌শিফা ও আল্‌-কানুন লিখিতে শুরু করিলেন। উজারতের কাজে এত ভীড় থাকিত যে দিনের বেলায় কোনই ফুরসত মিলিত না। শিক্ষার্থীরা পড়িতে আসিত রাত্রিতে। আবু ওবিদ আশ্‌শিফা পড়িতেন আর অন্যেরা পড়িতেন আল্‌-কানুনের প্রথম খন্ড। অধ্যাপনা ও আলোচনা সমাপ্ত করিয়া অত রাত্রে আবার শেখ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত মিলন বৈঠকে শরীক হইতেন। এই অনুষ্ঠানে গান, বাজনা ও পান-আহার চলিত।

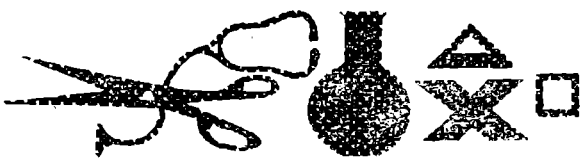

www.pathagar.com

শেখের কর্মময় আনন্দমুখর দিনগুলি সকলের অলক্ষ্যে কাটিয়া যাইতেছিল। একদিন আবার শামস্-উদ-দৌলাকে তারেম অভিমুখে যাইতে হইল। আমীরের ব্যবস্থামত শেখ রাজধানীতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু পথে আমীরকে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি আবার আক্রমণ করিল। ইতিপূর্বে শেখ তাঁহাকে যে সকল স্বাস্থ্যের নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা যথাযথভাবে পালন না করিয়া আমীর এবার তাঁহার অসুস্থতাকে নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রাজধানীর বাহিরে পথের উপর তখনকার মত যে ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল তাহাই করা হইল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। নিদারুণ ব্যাধি এমনভাবে আমীরকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনার পথেই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র শামস-উদ-দৌলা শেখকে উজারতের মসনদ অলংকৃত করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দরবারের আবহাওয়া আর পূর্বের মত তাঁহার সাধনার অনুকূল হইবে না মনে করিয়া শেখ সে প্রস্তাবে রাযী হইলেন না।

যে তকদীর তাঁহাকে চক্রাকারে ঘুরাইয়া লইয়া চলিয়াছিল শেখ সেই তকদীরকে আর একবার পরখ করিয়া দেখার জন্যে প্রস্তুত হইলেন। ইস্পাহানের বিখ্যাত আলা-উদ্-দৌলা বিন্ কাকুইয়ার উজিরের পদ প্রার্থনা করিয়া তিনি পত্র লিখিলেন এবং সেখানে তাঁহার বন্ধু আবু গালেব আত্তারের গৃহে অবস্থান করিয়া ফলাফলের অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। ফুরসত পাইয়া এই সময় আবার তিনি আশ্‌শিফা রচনায় হাত দিলেন। ইতিপূর্বে লিখিত অংশের আর সন্ধান না করিয়া তিনি প্রথম হইতে আবার নূতন করিয়া লেখায় হাত দিলেন। সর্বপ্রথম মাত্র দুই দিনের পরিশ্রমের ফলে বিশ খন্ড কেতাবের যাবতীয় বিষয়বস্তু লইয়া একটা কাঠামো দাঁড় করাইলেন এবং তারপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিলেন। প্রতিদিন একশত পৃষ্ঠা করিয়া লিখিয়া এই বিরাট বিশ্বকোষসম গ্রন্থে তিনি একমাত্র হায়ওয়ানাত বা জীবজগত ও নাবাতাত্ বা উদ্ভিজ্জগত ছাড়া আর আর সকল বিষয়ে আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি মনতেক বা ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিয়াছেন। এমন সময় আবার তাঁহার জন্যে নূতন করিয়া বিপদ দেখা দিল। আলা-উদ-দৌলার সাথে তাঁহার যে

www.pathagar.com

পত্রালাপ চলিয়াছিল একথা শামা উদ্‌দৌলার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র শাহী ফরমানের বলে শেখকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদখানায় পুরা হইল। চার মাস কাল শেখকে কয়েদখানায় কাটাইতে হইল। অতীত ও বর্তমানের বহু মনীষীর মতো বন্দীশালায় বসিয়া শেখ গভীরতর মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের সাধনা শুরু করিলেন। প্রাচীরের অন্তরালে তাঁহার অমর লেখনীতে এই সময় রচিত হইল আল হেদায়াত্, হাই, বিন ইয়াকজানের য়েসালা ও আল-কুলান্‌জ্।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে তক্‌দীরের পর্দা আবার পাল্টাইয়া গেল। আলা-উদ-দৌলা হামাদান অভিমুখে এক অভিযান পরিচালিত করিলেন। তাজুল মুল্‌ক্ তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া শামা-উদ-দৌলা সহ যেখানে শেখকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই ফরুদজান কেল্লাতে আশ্রয় লইলেন। আলা-উদ-দৌলা নিজ রাজ্যে প্রত্যাববর্তনের পর তাঁহারা যখন হামাদানে ফিরিয়া আসিলেন তখন শেখকে সাথে করিয়া আনিলেন। এই সময়ের মধ্যে শেখ দশ খন্ডে তাঁহার বিরাট 'আশ্‌শিফা' কেতাব সমাপ্ত করিয়াছিলেন। হামাদানে পেঁাছিয়া প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি 'আল-আদাবিতুল কুলিয়া' নামে আর একখানি কেতাব রচনা করিলেন। কিন্তু তাজুল্ মুল্‌ক-এর কপট ব্যবহারের জন্যে তাঁহার পক্ষে বেশী দিন হামাদানে অবস্থান সম্ভব হইল না। যোগ্য পদ দান করা হইবে বলিয়া তিনি শেখকে আশা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কিছুই করিলেন না। এই ব্যবহার শেখের সরল অন্তরে আঘাত হানিল। নিজেকে এই দূষিত আবহাওয়া হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ভাই মাহমুদ, এক বন্ধু ও দুই গোলামকে সাথী করিয়া এক প্রত্যুষে আলো-আঁধারের অন্তরালে দরবেশের ছদ্মবেশে বাহির হইয়া তিনি ইসপাহানের পথে পা বাড়াইলেন।

পথশ্রম ও বহু দুর্ভোগের পর শেখ তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ ইস্পাহানে পোঁছিলেন। শাহী দরবারে শেখের আগমন বার্তা পেঁাছামাত্র বাদশাহ আলাউদ-দৌলা বহুমূল্য খিলাতসহ দরবারের কতিপয় বিশিষ্ট

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের পাঠাইয়া শেখকে খোশ্ আমদেদ্ জানাইলেন। ইস্পাহানের অধিবাসীরা পূর্বেই শেখের অগাধ পান্ডিত্যের কথা শুনিয়াছিলেন। শেখ স্বয়ং চলিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন তাঁহার সাথে সাক্ষাতের ও তাঁহার কথা শোনার সুযোগ পান সেই উদ্দেশ্যে বাদশাহ আদেশ দিলেন যে প্রতি জুমআর রাতে শেখকে কেন্দ্র করিয়া মোশায়েরা, বিতর্কিকা ও আলোচনার ব্যবস্থা হইবে। কিছুদিন নিয়মিত বৈঠক চলিল। নিকট ও দূরের আলেম, হেকীম ও কবিরা এই সকল বৈঠক যোগদান করিয়া শেখের সহিত ভাব বিনিময় করার সুযোগ পাইলেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এই সকল আলোচনা শুনিয়া, কখনও বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

ইস্পাহানে শেখ তাঁহার বিরাট পরিকল্পনার কেতাব 'আশ্‌শিফা'তে পুনরায় হাত দিলেন। কিছু দিনের জন্যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা একরূপ স্থগিত রাখিলেন এবং একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করিয়া কেতাব-খানার শেষ অংশ রচনা করিলেন। প্রাণীজগৎ সম্পর্কে লেখা বাকী ছিল। এইবার সেই বিষয়ে বিস্তারিত লিখিলেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল তথ্যের আলোচনা হইতে বহুদিন জ্ঞানীরা দূরে ছিলেন, আলোচনার অভাবে যে সকল বিষয় অতীতের বিষয়বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল, আবার গবেষণার অভাবে যে সকল বিষয় তখনো পর্যন্ত জ্ঞানীদের অগোচর ছিল এমন বহু তথ্যাদি সংযোজিত করিয়া তিনি তাঁহার অমূল্য কেতাব 'আশ্‌শিফা' এবার পূর্ণ করিলেন। ইস্পাহানে থাকাকালীন শেখ আরো তিনখানা কেতাব রচনা করিলেন। একখানি আল নাজাত্, আর একখানি নক্ষত্র সম্পর্কে ও অপরটি দানেশ নামায়ে আলায়ী।

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি তখন হইতে পশ্চাতের পঁচিশ বছর শেখ কেতাব রচনায় এমনভাবে মশগুল ছিলেন যে এই দীর্ঘ সময়ে কোন নূতন কেতাব তাঁহার হাতে পড়িলে তা তিনি কখনো আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন না। যে বিষয়ের উপর কেতাব হোক যত বড়ই হোক সে কেতাব তিনি অল্প সময় মধ্যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শুধু বইয়ের যে সকল অংশ প্রণিধানযোগ্য ও যে সব স্থানে লেখকের কোন মৌলিকতা আছে তাহাই পড়িতেন। এইভাবে তিনি বিষয়বস্তু ও লেখক সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতেন। কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলশ্রুতিতে শেখ তাঁহার পূর্বের অভিনিবেশ সহকারে আবার অধ্যয়নে রত হইলেন।

www.pathagar.com

শাহী দরবারে একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা চলিয়াছে। বিখ্যাত ভাষাবিদ আবু মনসুর জাবায়ী সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। আলোচনা ক্রমে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে মোড় নিলে তিনি শেখকে বলিলেন, দর্শন ও হেকিমীতে আপনি পণ্ডিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আপনার জ্ঞান সীমাবদ্ধ একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না। বলিতে কি, আপনার সাথে আমি একমত হইতে পারিলাম না। এই কথায় শেখ মনে মনে সত্যই দুঃখিত হইলেন। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের যত বড় বড় কেতাব সংগ্রহ করিয়া তিন বৎসর কাল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করিলেন। এবং সুনির্বাচিত জটিল শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া তিনখানা বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন। কেতাবগুলিকে পুরাতন জেলেদে বাঁধাই করিয়া তিনি আমীরের কাছে লইয়া গেলেন এবং আবু মনসুরের সাহায্যে সেগুলির পরিচয় জানিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। আবু মনসুরকে ডাকাইয়া আমীর বলিলেন, কেতাবগুলি শিকারের সময় মরুভূমিতে পাইয়াছি। এইগুলি পড়িয়া দেখিয়া বিষয়বস্তুর অর্থ উদ্ধার করিবেন আর বলিবেন এগুলি কার বা কাদের রচনা। আবু মনসুর কিছুদিন পর কেতাবগুলি সাথে করিয়া আমীরের কাছে আসিয়া বলিলেন, এগুলির অর্থ উদ্ধার আমার সাধ্যের বাইরে। রচনা যে শেখ আবু আলীর সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভাষা বিষয়ে আলোচনার সময় একদিন তাঁহাকে যে অবজ্ঞাসূচক কথা বলিয়াছিলাম তিনি আমার উপর তাহারই প্রতিশোধ লইলেন।

এই ঘটনার পর অল্পদিনের মধ্যে শেখ তাঁহার বিখ্যাত 'লেছানুল আরাব' নামক অভিধান রচনা করেন।

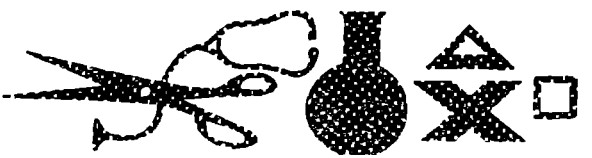

www.pathagar.com

একুশ বৎসর বছর ইবনে সীনা কেতাব রচনায় হাত দেন। আল-কিফ্‌তী ও ইবনে খাল্লিকান তাঁহার অনেকগুলি কেতাব সম্পর্কে সমালোচনা লিখিয়াছেন। আল্‌-কিফতীর লেখায় ইবনে সীনার একুশটি বড় কেতাব ও চব্বিশটি ছোট কেতাবের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের মতে দর্শন, হেকিমী, জ্যামিতি, ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ও কলা বিষয়ক মোট নিরান্নব্বইটি কেতাব ইবনে সীনা রচনা করিয়াছিলেন।

তাজিক একাডেমী অব সায়েন্স-এর বিজ্ঞ গবেষকদের এ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে সীনার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিন শত।

সে যুগের দর্শন শাস্ত্রের সর্বপ্রধান বিষয় ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান। তাই দেখা যায় যদিও ফরাসী হেকীম শব্দটির ভাষাগত অর্থ জ্ঞানী, কালক্রমে শব্দটি লোকমুখে চিকিৎসক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং বর্তমান সময়ও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিরাট ও বিশাল। মানুষের আপন দেহ, তার বিভিন্ন অংশ, সেই সকল অংশসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, দেহ এবং মন উভয়ের সুস্থতা-অসুস্থতা সম্পর্কে গবেষণা ও জ্ঞান লাভ মানুষের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিগম্য বিষয়। কার্যকরণের সম্পর্কের নীতিতেই তাই যাহারাই নিজেদের জ্ঞানের অন্বেষায় নিয়োজিত রাখিতেন তাহারা চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে বুৎপত্তি

www.pathagar.com

ব্যতিরেকে জ্ঞানের সাধনা তাই পরিপূর্ণতা লাভ করিত না। এই স্বাভাবিক কারণেই ইবনে সীনা ঔষধ দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সংগীত, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি জ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখার উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার আধীত বিদ্যার সহিত নিজের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টির সমন্বয় তাঁহার রচনাকে কালজয়ী করিয়াছিল।

ইহা সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইবনে সীনা একমাত্র জ্ঞানের বিস্তারের লক্ষ্যে কেতাব রচনা করিতেন। সমসাময়িক সাহিত্য জগতের এবং সর্বকালের অনেকের মতো অর্থের বিনিময়ে অথবা আমীর, বাদশাহ ও গৃহস্থ ব্যক্তিদের মনসন্তুষ্টির জন্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করিতেন না। অন্য কথায় বিভিন্ন যুগের অনেক কবি, সাহিত্যিক এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তির মতো তাঁহাকে দিয়া কোন মূল্যেই সাহিত্যের ব্যাভিচার সম্ভব হয় নাই।

গ্রীক বিদ্যা ও আরবী বিদ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধনও ছিল ইবনে সীনার কেতাব রচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জ্ঞানীদের মতের সাথে পরিচিত হইয়া নিজের স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে কোন বিষয় অনস্বীকার্য মৌলিকতার সাথে নূতন করিয়া উপস্থিত করার অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি।

কখন কখন কোন জ্ঞানান্বেষী শিষ্য বা বন্ধু-বান্ধবের জন্যেও অবশ্য তিনি কেতাব লিখিয়াছেন। এইসব স্থলেও জ্ঞানের বিস্তার সাধনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এইসব রচনার কোন কোনটি দিনের আলো দেখিতে পায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ফলে কেতাবগুলির মাধ্যমে দুনিয়ার জ্ঞানের ভান্ডারে ইবনে সীনার অবদান মানবতার মহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে নাই।

ইবনে সীনা গদ্যে পদ্যে সমান কৃতী ছিলেন। তাঁহার অনেক কেতাবই ছন্দে রচিত। বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও ন্যায়ের মত শুষ্ক ও প্রাণহীন বিষয়-

www.pathagar.com

কেও প্রাণস্পর্শী কবিতাতে প্রকাশ করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁহার। তাঁহার 'আরযুয়া ফিল্ তিব্ব্' চিকিৎসা-বিষয়ে একখানি বিরাট কাব্য। ইহাতে ১,৩৩৬টি কবিতা আছে। ব্যবসায়ী হেকীমদের সকলেই এই সকল কবিতা অত্যন্ত ভালবাসেন। নোস্খা মনে রাখিতে ও রোগী সাধারণ্যে কথার বাহাদুরী দেখাইতে এই সব কবিতা তাঁহাদের খুব সাহায্য করে। তবে সুফীতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইবনে সীনা যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার কাব্য সৃষ্টির মধ্যে সেগুলিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর, প্রাণস্পর্শী ও মহৎ।

ইবনে সীনা জীবনের সকল সময় ও সকল অবস্থায় লেখার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি অবসর পাইতেন তখনই তিনি কানুন ও শিফা প্রভৃতি বড় বড় কেতাব লেখাতে মনোনিবেশ করিতেন। যখন সফরে থাকিতেন তখনও এমনকি অনেক সময় ঘোড়ার পিঠে বসিয়াও ছোট ছোট নিবন্ধ, কবিতা ও ধর্ম-চিন্তায় অনুপ্রাণিত লেখা লিখিতেন। যখন দিবাভাগে সময় পাওয়া সম্ভব হইত না তখন গভীর রাতে জাগ্রত থাকিয়া তিনি কেতাব লিখিতেন। কান্তি বা নিদ্রা তাঁহাকে পরাভূত করিতে চাহিলে নবীস্ বা আঙুর ভিজানো পানি পান করিয়া তিনি দেহে নব উৎসাহের সঞ্চার করিতেন এবং পুনরায় লেখায় মনোযোগ দিতেন।

ইবনে সীনার লেখার ধরন ছিল সহজ। ভাষা ছিল সরস ও সরল। তাঁহার লেখনীর প্রভাবে অতি জটিল বিষয়ও সরস হইয়া উঠিত। তিনি ইচ্ছামত কখনও আরবীতে কখনও ফারসিতে কখনও গদ্যে কখনও পদ্যে লিখিতেন। তৎকালীন সমাজের সজীবতা ও প্রাণচঞ্চলতা ইবনে সীনার লেখাতে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। একাধারে শিক্ষক, লেখক ও পন্ডিত হিসাবে তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

ইবনে সীনা উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "হাই বিন ইয়াকযান' ও "আল-তায়ের' সাহিত্যের এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৎকালীন মুসলিম দেশসমূহের বিভিন্ন জাতির ভাষার উন্নয়নে ও সংগঠনে এই দুইটি গ্রন্থ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ইবনে সীনার অন্যতম প্রতিভার সাগরেদ আল্ জুয়ামী ইস্পাহানে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালীর বর্ণনা প্রসংগে লিখিয়াছেন, সূর্যোদয়ের অনেক আগে তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে চিকিৎসা বিষয়ে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লিখিতেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথে তাঁহার অপেক্ষমান সাগরেদদের সবাইকে সাক্ষাৎ দান

www.pathagar.com

করিতেন। আমি তাঁহাদের মাঝে অবশ্যই একজন থাকিতাম। সকাল-বেলাই আমরা আমাদের অধ্যয়নের কাজ সম্পন্ন করিতাম। অধ্যয়ন শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা তাঁহার বাহির দরজায় অনেক অপেক্ষমান দর্শনপ্রার্থীর ভীড় লক্ষ্য করিতাম। শেখ আসিলে তাঁহাদের ভীড় বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। রাত্রে যখন তিনি আহারে বসিতেন তখনও তাঁহার সাথে অনেক রোগী আহার করিতেন।

পরপারের ডাক

অত্যধিক মানসিক শ্রম ও সেই সাথে স্বাস্থ্যের উপর অনিয়মের অত্যাচার ইবনে সীনাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। বাদশাহ আলা-উদ্-দৌলার দরবারে অবস্থানকালে একদিন অকস্মাৎ তিনি পাকস্থলীর ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁহার অসুস্থতা স্বভাবতঃই সকলকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে।

ইবনে সীনা নিজেই নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। যাঁহারা তাঁহার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন তাহাদেরও অনেকেই সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিচক্ষণ শেখ হয়তো বুঝিতে পারিয়াছিলেন ওপার হইতে তাঁহার ডাক আসিয়াছে। তাই নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি খুব একটা মনযোগ দিলেন না। অসুস্থ শরীরেও তিনি আগের মতো কাজকর্ম করিয়া চলিলেন। স্বাস্থ্যের উপর যুলুমের মাত্রাও এতটুকু হ্রাস পাইল না।

শেখের এক গৃহভৃত্য প্রভুর কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছিল। সর্বক্ষণ তাহার মনে ভয় হইতেছিল কখন ব্যাপারটা শেখের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। একদিন শেখের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইলে তিনি সেই লোকটিকেই তাঁহার জন্যে ঔষধ তৈরী করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি সেই সুযোগে ঔষধের সাথে বেশ খানিকটা আফিম মিশ্রিত করিয়া দিল। ফলে শেখের অসুখ বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। দুর্বলতা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে এই নিদারুণ ব্যাধিতেই শেখ তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

www.pathagar.com

মৃত্যুর সময় শেখের বয়স ছিল আটান্ন বছর। তখন ৪২৮ হিজরী, মোতাবেক ১০৩৭ খৃস্টাব্দের জুন মাস। হামাদানে আজও তাঁহার কবর বিদ্যমান আছে। দেশ-বিদেশের সুধী মুসাফির সে কবর জিয়ারত করিয়া মরহুমের স্মৃতির উদ্দেশে অন্তরের নীরব গভীর শ্রদ্ধা জানায় এবং তাঁহার আত্মার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।[১]

ইব্‌নে সীনার দেহাবয়ব

ইবনে সীনা সুদর্শন ছিলেন। তাঁহার চক্ষু ও কপাল ছিল প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তিনি সদালাপী, সদা প্রফুল্ল, সাহসী ও উচিত বক্তা ছিলেন। তাঁহার চেহারা, বন্ধু বৎসলতা ও রসঘন আলাপ তাঁহাকে সর্বদা বন্ধু মহলের একান্ত কাম্য করিয়া তুলিত। অত বড় ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও গম্ভীর ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা নির্বিকার চিত্তে বন্ধু-বান্ধবের বৈঠকে পরিহাস ও আলাপরত দেখিয়া অনেককেই বিস্ময় গোপন করিতে হইত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে কোন বাঁধা-ধরা নিয়মের বালাই ছিল না। পদে পদে বিধি-নিষেধের তিনি মোটেই পরোয়া করিতেন না। সংকীর্ণতা তাঁহার আশেপাশে ঘেঁষিতে পারিত না। ছাত্রজীবনে, চাকুরী জীবনে ও গ্রন্থাদি রচনার সময় তিনি প্রয়োজন মতো অসংকোচে নবীস্ পান করিয়া দেহের ক্লান্ত তন্ত্রীসমূহে নব কর্মোদ্যমের সঞ্চার করিতেন। নবীস্ সম্পর্কে ইব্‌নে সীনার সমালোচকদের ভিতর মতবিরোধ দেখা যায়। অনুদার দৃষ্টিভংগীর সমালোচকগণ মনে করেন ইহা একপ্রকারের মদ ছিল যাহা ইব্‌নে সীনাকে নেশাসক্ত করিত এবং সেই কারণে ইব্‌নে সীনা মদ্যপ ছিলেন। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শুষ্ক খোরমা অধিক সময় পানিতে ভিজাইয়া রাখিলে যে পানীয় প্রস্তুত হয় তাহারই নাম নবীস্। লেখার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে ইব্‌নে সীনা নবীস্ পান করিয়া ক্লান্ত দেহে কর্মক্ষমতা ফিরাইয়া আনিতেন। নেশাসক্ত হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল না আর নবীস্‌ও নেশা আনয়নকারী কোন পানীয় ছিল না।

ইব্‌নে সীনার ধর্মমত

ইব্‌নে সীনার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন এসমায়েলিয়া মতের অনুসারী। তাঁহার গৃহে নিয়মিত এসমায়েলী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের

১. And at last having returned to Hamadan, which Ala Addaula had conquered, he died there in 1037 at the age of 57; and there his grave is pointed ont to this day.—The History of Philosophy in Islam—Dr. T. J. Boer.

www.pathagar.com

মজলিস বসিত। পিতা ও পিতৃবন্ধুদের ইচ্ছায় কিশোর ইবনে সীনাকে প্রায়ই এই মজলিসে যোগদান করিতে হইত। কিন্তু তাঁহাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁহার ভাল লাগিত না। এইসব বয়োবৃদ্ধরা স্বভাবতঃই ইবনে সীনাকে নিজেদের দৃষ্টিভংগি দ্বারা প্রভাবিত করিতে চাহিতেন কিন্তু ইবনে সীনা যুক্তির সাহায্যে এসমায়েলিয়া মতের বিরুদ্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিলে তাঁহাদের আর বিশেষ কিছু বলিবার থাকিত না। সামান্য বালকের কথা শুনিয়া তাঁহারা নীরবে হার মানিতেন।

কারো কারো মতে ইবনে সীনা সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে তিনি শিয়া মতের সমর্থক ছিলেন এবং বারো এমামের অনুসারী ছিলেন। তাঁহাদের মতে শিয়া হিসাবে ইবনে সীনা বড় গোঁড়া ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, খাওয়ারেজম্ হইতে গা ঢাকা দিয়া ইবনে সীনা যে পথের অবর্ণনীয় দুর্ভোগকে বরণ করিয়াছিলেন তবু গজনীর সুলতান মাহমুদের দরবারে যাওয়ার দাওয়াতে কোন উৎসাহ দেখান নাই তাহার প্রধান কারণ ছিল সুলতান মাহমুদ সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন।

আবার কেহ কেহ এই ধারণাও পোষণ করেন যে, ইবনে সীনা খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-র মতে তিনি পরকালেও বিশ্বাস করিতেন না। ইবনে রুশ্দ্ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ইবনে সীনার কেতাবাদি হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পরকালে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

সমসাময়িক কবিদের অনেকেই ইবনে সীনাকে খোদাদ্রোহী বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন। ফকীহ প্রমুখ ধর্ম অনুশাসকগণ তাঁহার মতামতের ভুলত্রুটি লইয়া আলোচনা জমাইয়া তুলিয়াছেন। এমনকি ১১৫০ খৃস্টাব্দে বাগদাদের খলীফা মুস্তানজিল তাঁহার এক কাজীর কুতুবখানাতে যত্নে রক্ষিত ইবনে সীনার কেতাবসমূহ ভস্মীভূত করিয়া তাঁহার জীবনে এক বৃহৎ পুণ্যের কাজ করিলেন বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কুয়াশার সূর্যের কিরণ ঢাকিবার দুর্বল চেষ্টার মত তাঁহার দুশমনদের শত অপচেষ্টা ইবনে সীনার প্রতিষ্ঠা লাভের পথে কোন বাধা

www.pathagar.com

সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহার সমর্থকদের চেয়ে বরং তাঁহার বিরোধীরাই তাঁহার নাম ও খ্যাতির বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বস্তুত ঃ সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত জীবনে বিরুদ্ধ সমালোচনা আর বাধা-বিপত্তির দিকে নজর দেওয়ার মতো ফুরসত ইবনে সীনার ছিল না। দর্শনের আলোচনা ও সত্যের অন্বেষণে আজীবন তিনি এমনই তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে এ সকলকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া উপহাস করা ছাড়া তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। মনীষায় ও দৃষ্টিভংগিতে তিনি এত স্বতন্ত্র ছিলেন যে এমন মানুষ একটিও পান নাই যাঁহার সাথে তাঁহার ভাবগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে। দেশ-বিদেশে তিনি অনেক সফর করিয়াছেন। কত জ্ঞানী-গুণীর সাথে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। কিন্তু কাহারো সাথে তাঁহার স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে নাই। একমাত্র আলবেরুনীর সাথে তাঁহার পত্রালাপ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু সেও সামান্য কিছুদিনের জন্যে। অতীতের জ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র আল্‌ফারাবির কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে যুগের আমীর বাদশাহদের কয়েকজনকে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাকে দরবারে স্থান দান করিয়া তাঁহার সাধনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সর্বোতভাবে একজন মুক্তমন জ্ঞানের তাপস ছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে তাঁহার কোনপ্রকার গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা ছিল না। গজনীর সুলতান মাহমুদের দরবারে না যাওয়ার কারণ হিসাবে উপরোল্লিখিত কয়েকজন সমালোচকের মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত ব্যাপারে, বাদশাহী দরবারে জ্ঞান-সাধনার অনুকূল আবহাওয়া নাও মিলিতে পারে—এই আশংকাতে তিনি একান্ত গোঁড়া মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত সুলতান মাহমুদের দরবারে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন শাহী দরবারের রওনক বৃদ্ধি করার জন্যেই হয়তো সুলতান মাহমুদ তাঁহার জন্যে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

আকাশের মতো উদার মন লইয়া ইবনে সীনা আজীবন সত্যের পথে চলিয়াছেন। সত্য বলিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন অকুণ্ঠচিত্তে তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। দর্শনের চর্চায় ও ধর্মের ব্যাপারে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত সকল মত ও বিশ্বাসকে তিনি নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাই তিনি প্রাচীনপন্থী গোঁড়াদের বিচারে ধার্মিক বা খাঁটি মুসলমান আখ্যা লাভ করিতে পারেন নাই।

ইবনে সীনার ধর্মমতের মূল্যায়নে মনে রাখিতে হইবে যে জ্ঞানের

www.pathagar.com

সাধনা ও সত্যের অন্বেষায় গবেষণা ধর্মের একটি অপরিহার্য অংগ। নিয়ম ও প্রথার জন্যে দুর্বলতা ও তাহাদের প্রাণহীন অনুসরণের নাম ধর্ম নয়। ইহা ইসলাম ধর্মেরও মর্মকথা। ইসলাম কোন দিন গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেয় নাই এবং ধর্মান্ধতার খাতিরে জ্ঞানের প্রসারের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করা উৎসাহিত করে নাই।

ইবনে সীনা যে কাহারো কাহারো নিকট হইতে কাফের আখ্যা পাইয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। মানুষের ইতিহাসে বারবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কি ধর্মে, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে যাহারা বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং নবদিগন্তের সন্ধান দিয়াছেন তাহারা সমসাময়িক সমাজের হাতে লাভ করিয়াছেন উপহাস, উপেক্ষা, তীব্র ও অকরুণ সমালোচনা, কারাদণ্ড, নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড। সমালোচকদের জওয়াবে বড়ই সহজ সুরে তাই ইবনে সীনা বলিয়াছেন :

কাফের বলে দিল গালি আমার তরে যারা
এই দুনিয়া ঘুরে ঘুরে হোক না তারা সারা
আমার মত যোগ্য মানুষ মিলবে নাকো আর
আমার কাছে মানবে জেনো সব দুনিয়া হার
বলি, আমিই যদি কাফের হলাম কেমন করে তবে
একটি মুসলমানও তোমরা এই দুনিয়ায় পাবে ?

হেকীম ইবনে সীনা :

কি প্রাচ্য সমাজে কি পাশ্চাত্য সমাজে সেকালে চিকিৎসা ছিল একটি অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। দেহের চিকিৎসা ও মানসিক রোগ দূরীকরণের জন্যে সাধারণ মানুষ প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ অথবা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হস্তস্পর্শ অথবা ফুৎকারধন্য কোন পানীয় অথবা আহার্যের উপর নির্ভর করিত। চিকিৎসার দায়িত্ব তাই পীর, পুরোহিত ও ধর্মযাজকদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। যে শিশু অতিরিক্ত মিষ্টি খাইতে চাহিত তাহার মানসিক পরিবর্তনের জন্যে বিশেষ উপকথা অনুসারে তাহাকে

www.pathagar.com

তৎকালীন সর্বাপেক্ষা পূত চরিত্রের ব্যক্তির নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।। ইংলণ্ডে এক সময় শিশুদের যে কোনোপ্রকারের রোগ দূরীকরণের জন্যে রাণী য়্যানের পবিত্র হস্তের স্পর্শের জন্যে তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হইত। ডঃ জনসনকে যে তাঁহার বাল্যকালে সে উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। অবশ্য এ কথাও তিনি বলিয়াছেন যে তাহার ফলে তাঁহার অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নাই। ইবনে সীনা অনুরূপ যে কোনপ্রকারের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিরোধিতা করিতেন। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সাহায্য লইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে যুগ সঞ্চিত সংস্কার, ধর্ম বিশ্বাসের গোঁড়ামী অথবা সমাজের অনুশাসনের ভয় কোন কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। চক্ষুর পেশীসমূহের কার্য সম্পর্কে তিনিই সর্বাগ্রে বিস্তারিত এবং সঠিক বর্ণনা দিয়াছিলেন। মেনিন্‌জাইটিস্‌ পাকস্থলীতে ঘা এবং প্লুরিসি রোগ সম্পর্কে তিনি বিশদ নিদান ও প্রতিকারের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

অত্যন্ত সংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠে এ সকল কাজ কি করিয়া অত পরিপূর্ণ রূপে সমাপ্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল? এইসব বিষয়ে তখন পর্যন্ত মানুষের আয়ত্ত জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমিত। ইবনে সীনার জীবনীকারগণ মনে করেন যে, অনুরূপ জ্ঞান লাভের জন্যে তিনি সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে মৃত মানুষের দেহের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া নিজের গবেষণা সম্পন্ন করিতেন। খৃস্টান জগতে, মুসলমানদের সমাজে এবং হিন্দু সমাজে তখন পর্যন্ত মৃত দেহের উপর কোনপ্রকার অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ইবনে সীনার সমালোচকদের মতে মানব দেহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আগ্রহ তাঁহাকে প্রয়োজনীয় যে কোন পথ অবলম্বন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি রাত্রিকালে সদ্য সমাহিত কোন মৃত ব্যক্তির লাশকে সন্তর্পণে কবর হইতে উঠাইয়া গভীর জংগলে লইয়া যাইতেন এবং সেখানে নির্জনে তাহার উপর অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মানব দেহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে বিরামহীন সাধনা অব্যাহত রাখিতেন।

ফিসটুলা (fistula) জাতীয় রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যে তিনি সুতার (লিনেন) পরিবর্তে শূকরের পশম অথবা কেশর ব্যবহার করার উপর নিশ্চিত জোর দিয়াছিলেন। শূকরের দেহের যে কোনো জিনিস ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট ঘৃণামিশ্রিত নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার মতকে মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিতেন।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দূষিত পানি ও বায়ু রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। তিনি তাই পানিকে গরম করিয়া পরিশ্রুত করিয়া লওয়ার জন্যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রোগীদের তিনি নির্দেশ দিতেন যে রোগমুক্তি যুগপৎ ঔষধ এবং পথ্যের উপর নির্ভরশীল। গ্রীক ভিষক হিপোক্রাটেস্-এর মতো তিনিই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে মুক্ত বায়ুতে শরীর চর্চার বিস্তারিত ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইবনে সীনার অমর গ্রন্থ আল্-কানুন-ফিল-তীব্ব্ প্রথম ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত আরবী গ্রন্থসমূহের অন্যতম। এই গ্রন্থে ইবনে সীনা গ্রীসীয় ভিষক্ গ্যালেন (Galen) ও হিপোক্রাটেস্ (Hippocrates)-এর শিক্ষার সহিত পরবর্তীকালের চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণার ফল যুক্ত করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সে যুগের চিকিৎসা জগতে ও চিকিৎসা সাহিত্যে এই গ্রন্থে সত্যই বিপ্লব আনিয়াছিল। গ্যালেন, আর্ রাজী ও মাজুসী প্রমুখ ইতিহাস বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থসমূহকে পশ্চাতে ফেলিয়া কানুন অতি অল্প সময়ে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিল। দশ কোটি শব্দে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থে ইবনে সীনা বিভিন্নপ্রকারের চর্মরোগ, যৌনব্যাধি, মানসিক বিকৃতি, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং আরো অসংখ্য রোগ ও তাহার চিকিৎসার কথা সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের প্রতিভা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইব্নে সীনা যক্ষ্মাকে সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবং পানি ও মাটির ভিতর দিয়া কিরূপে রোগ বিস্তার লাভ করে তাহা আলোচনা করিয়াছেন। ইহার ম্যাটেরিয়া মেডিকার অংশে তিনি সাত শত ষাটটি ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে চিকিৎসার ব্যাপারে 'কানুন' কেই প্রথম গ্রন্থ বলিয়া মানা হইত। প্রাচ্যের মুসলিম জগতে আজিও সকল ক্ষেত্রেই কানুন সেই মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে। ডাঃ উইলিয়াম ওস্লারের মতে ইব্নে সীনার 'কানুন'কে সর্বাপেক্ষা অধিক কালের জন্যে Medical Bible বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইবেল রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করিতে ইবনে সীনা তাঁহার কেতাবী

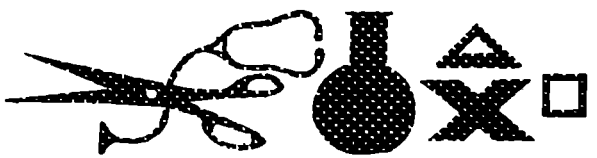

www.pathagar.com

জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া সরেজমিনে নামিয়া আসিতেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। বর্তমানে ইউনানী হেকীমগণ ইবনে সীনার 'কানুন'কে জ্ঞানের খনি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের অনেকেই মনে করেন কানুন পুরাতন ও অচল তথ্যাদিতে পূর্ণ। বস্তুতঃ শেষোক্তরা কানুন না দেখিয়া ও না পড়িয়াই এ কথা বলিয়া থাকেন। ইব্নে সীনার মতামত ও চিন্তাধারা প্রাচীন হইলেও মৌলিকতায় উজ্জ্বল। আধুনিক বিজ্ঞানী প্রণিধান করিলেই বুঝিবেন কানুনের সাথে পরিচয় কৌতূহলপূর্ণ চিন্তার উদ্রেক করে ও নব নব গবেষণার বিষয়বস্তুতে অনুপ্রেরণা দান করে।

নিশাপুরের মতো বিদগ্ধজন অধ্যুষিত প্রদেশে যে কোন জিনিসের উপর হইতে নিম্নে পতন সম্পর্কে বহু যুগের অনুসৃত সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ছয় শত বৎসর পরে নিউটন সেই সত্যকেই বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

হেকীম বা চিকিৎসক হিসাবে ইব্নে সীনা বহু কাল এমনকি আজিও রূপকথার নায়ক হইয়া রহিয়াছেন। মধ্য এশিয়ার লোকেরা আজ পর্যন্তও বিশ্বাস করে ইব্নে সীনা মৃত মানুষের দেহে আবার প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে ঔষধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পর্যায়ক্রমে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্যে চল্লিশটি মলম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁহার একজন বিশেষ প্রিয় সাগরেদকে উপদেশ ও নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। যেন তাঁহার মৃত্যুর পর ঔষধটি তাঁহার দেহের উপর যথাবিধি প্রয়োগ করা হয়। উক্ত সাগরেদ ওস্তাদের নির্দেশ মতো তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের উপর একের পর এক মলমগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে ইবনে সীনার মৃতদেহে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত কোন পচনশীলতা দেখা দেয় নাই। বরং লোকচক্ষুতে ইবনে সীনাকে অবিশ্বাস্য রকমে স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেখাইতেছিল। তাঁহার ভক্ত সাগরেদ ঔষধের কৃতকার্যতায় আনন্দে অধীর হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হর্ষ আপ্লুত নয়নে তিনি যখন ভাবিতেছিলেন সর্বশেষ অর্থাৎ চল্লিশতম ঔষধটি প্রয়োগের সাথে সাথে তাঁহার প্রিয় ওস্তাদ ইবনে সীনা জীবন্ত হইয়া উঠিয়া চক্ষু উন্মীলন করিবেন এবং কথা বলিবেন সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ তাঁহার হাত হইতে সেই বিশেষ মলমের পাত্রটি মাটিতে পড়িয়া চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যায়। ফলে

www.pathagar.com

মৃত্যুকে জয় করার জন্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হেকীম আবূ আলী ইবনে সীনার আবিষ্কৃত উপায়টি চিরদিনের জন্যে কালের ধর্মে মানুষের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়।

মৃত্যুকে জয় করার বাসনা মানুষের চিরদিনের। যুগে যুগে নব নব পথে কতবার কতভাবে মানুষ সে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মানুষের সে চেষ্টা ফলবর্তী হয় নাই। আবে হায়াতের সন্ধান কোনো মানুষই পায় নাই। লোকের বিশ্বাস পাইয়াছিলেন হযরত খিজির আলয়হেস্‌সালাম কিন্তু সেও তো শুধু মাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার।

জীবন অনিত্য কিন্তু অমরত্বের কামনা মানুষের চির নূতন। অমরত্ব মানুষের নাগালের বাইরে, তা নয়। কিন্তু অমরত্ব দেহের অবয়বে আচ্ছাদিত হইয়া আসে না। আসে আমাদের বিগত প্রিয়জনের স্মৃতির মাধ্যমে। মৃত্যুহীন কবির কথায়—

সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন (মাইকেল)

তাই অনিবার্য নিয়মে মানুষ চলিয়া যাওয়ার পরও যে পথে তার স্মৃতি স্থায়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকে সেই পথের সন্ধান লাভই প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে জয় করার একমাত্র উপায়। ইবনে সীনা সেই পথের নিশ্চিত সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়াই আজীবন জ্ঞানের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা তিনি দেশ ও কাল নির্বিশেষে মানব সভ্যতাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার ঔষধ তিনি তৈরী করিয়াছেন হয়তো শুধু এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই যে মানুষের সে চেষ্টাতে যতই থাকুক আন্তরিকতা, যতই হউক সে চেষ্টা শুভ বুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যর্থতাই হইবে তাহার একমাত্র পরিণতি।

দার্শনিক ইব্‌নে সীনা

দর্শন বিষয়ে ইবনে সীনার অমর গ্রন্থ "আশ্‌ শিফা" অষ্টাদশ খন্ডে সমাপ্ত। 'শিফা' অর্থ আরোগ্য। ইবনে সীনা যেমন দেহের ব্যাধি

www.pathagar.com

দূরীকরণ, পরমার্থিক বিষয়ে মনের সন্দেহ ভঞ্জন ও আত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শনের মানসে আশ্-শিফা লিখিয়াছিলেন।

শিফা বিভিন্ন বিদ্যার একটি বিশ্বকোষ। ইহার চিন্তন (Theoretical) বিভাগে ইবনে সীনা পদার্থ বিদ্যা (Physics), অধিবিদ্যা (Metaphysics) ও গণিত (Mathematics) লইয়া এবং ব্যবহারিক Practical বিভাগে নীতি বিজ্ঞান (Ethics) অর্থনীতি (Economics) ও রাজনীতি (Politics) লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি সংগীত বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

দর্শন বিষয়ে ইবনে সীনার অপর একখানা ছোট গ্রন্থ 'ইশারা'। ইহাতে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান (Physics), দর্শণ (Philosophy) ও সুফীতত্ত্ব বা ইসলামী মরমীবাদ (Mysticism) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন ইবনে সীনা ফারাবীর চেয়েও খাঁটি অ্যারিস্ট্টল পন্থী ছিলেন কিন্তু এই ধারণা একান্তই ভুল। ইবনে সীনা অ্যারিস্ট্টল বা অন্য কাহারও মতের অনুসারী ছিলেন না। পুরাতন ও নূতন মতের সমন্বয়ে দর্শনের জগতে এক নব মত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইবনে সীনা বিভিন্ন দার্শনিকের মত অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন। যেখানে যাহা যুক্তি সম্মত পাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে ইবনে সীনার দার্শনিক মত জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল সত্যান্বেষীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে মুতাযিলি দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম খোদা ওয়াজিবল ওজুদ (যাহার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী) আর জগত মুমকিনুল ওজুদ (যাহার অস্তিত্ব সম্ভব) অস্তিত্বকে এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। মুতাকাল্লিমগণ এবং আল ফারাবী এই মতের অনুবর্তন করেন। ইবনে সীনা ইহা মানিয়া লইয়া অন্য দিক হইতে নূতন বিভাগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অস্তিত্ব দুই প্রকারের। এক—যাহা নিজ সত্তায় (বিজাতিহি) ওয়াজিব (অবশ্যম্ভাবী) আর অন্য যাহা নিজ সত্তায় মুমকিন (সম্ভব) কিন্তু অন্যের মধ্যস্থতায় (বিগায়রিহি) ওয়াজিব। এই মতের প্রবর্তন দ্বারা তিনি জগত অনাদি কি সৃষ্টি এই তর্কের মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে জগত নিজ সত্তায় মুমকিন কিন্তু অন্যের মধ্যস্থতায় ওয়াজিব; কারণ জগত খোদার জ্ঞানের মধ্যে অনাদিকাল হইতে ছিল এবং যাহা খোদার জ্ঞানের মধ্যে বর্তমান তাহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। জগত কালের মধ্যে সৃষ্ট নহে। কারণ

www.pathagar.com

জগতের সঞ্চলন (Movement হরকত) -এর সংগে সংগে কালের প্রকাশ। আল্লাহ্ নিজ সত্তায় অনাদি, তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে বর্তমান ছিল বলিয়া জগতকে অনাদি বলা চলে। আবার আল্লাহ্ উহাকে শক্তির (Potency -এর) অবস্থা হইতে বাস্তবতায় আনায়ন করিয়াছেন এ দিক দিয়া অর্থাৎ সঞ্চলন (Movement)-এর দিক দিয়া উহা সৃষ্টি। প্লেটোও অ্যারিস্টটলটল-এর মতে জড় পদার্থও (Matter) অনাদি।

কাহারো কাহারো মতে সবজান্তা পণ্ডিত হিসাবে আরিস্টট্ল-এর পর ইবনে সীনার সমকক্ষ নাম আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, গণিতজ্ঞ, ভাষাবিদ, জ্যোতির্বিদ ইবনে সীনা প্রাচ্যে আজিও জ্ঞানের যাদুকর বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। সমসাময়িক পৃথিবীতে ইবনে সীনার তুল্য জ্ঞানী আর কেহই ছিলেন না। আপনার অসাধারণ মনীষা ও সমন্বয় সাধন ক্ষমতা বলে তিনি মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানের জগতে ইবনে সীনাতে অতীত আসিয়া মিশিয়াছিল বর্তমানের পারাবারে।

অত বড় পণ্ডিত হইয়াও আবার ইবনে সীনা প্রতিদিনের পৃথিবীর বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক শূন্য ছিলেন না। ফারাবীর মত তিনি নিশিদিন শুধু দর্শনের সাধনায়ই নিমজ্জিত থাকিতেন না। জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুখ, দৈন্য-পীড়াকে তিনি ভালবাসিতেন জীবনেরই জন্যে। তাঁহার দর্শনচর্চাতে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার জন্যে একটা বড়ো অংশ নির্দিষ্ট ছিল। দর্শনের সাধনার সাথে সাথে তাঁহার আনন্দ ও কর্মমুখর জীবনও বিরামহীন গতিতে চলিত।

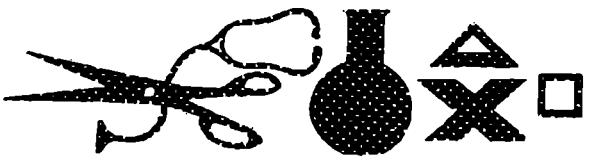

www.pathagar.com